মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, মে ২০২৪

ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড-এর আঞ্চলিক রেজিস্টারে রোকেয়ার “সুলতানা’জ ড্রিম”-এর অন্তর্ভুক্তি

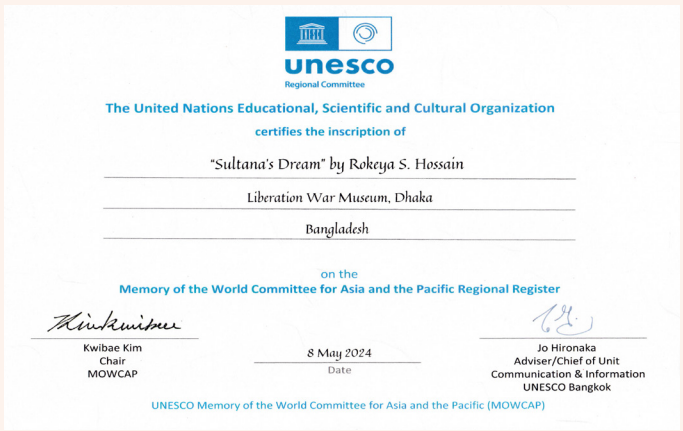

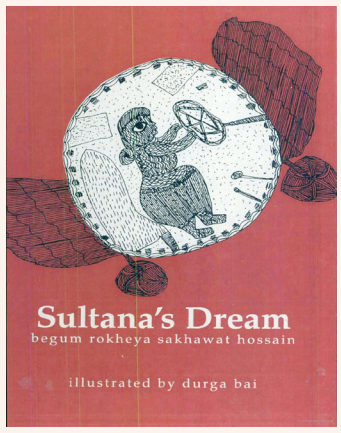

সে এমন এক সময় যখন এদেশের মেয়েদের জন্য স্বপ্ন দেখা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। ঠিক সেই সময়ে ভাগলপুরের মত ছোট্ট একটি শহরে বসে একজন নারী স্বপ্ন দেখলেন মেয়েরা মেধা, প্রজ্ঞা ও সহজাত গুণাবলী দিয়ে যোগ্য স্থানে পৌঁছে যাবে একদিন। সেই স্বপ্নে তিনি যুক্ত করলেন সোলার এনার্জি, এয়ারওয়ের মতো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি যা কীনা থাকবে মেয়েদের হাতের মুঠোয়। আজ থেকে একশ উনিশ বছর আগে লিখিত হলো সেই স্বপ্ন, লিখলেন বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, ছাপা হলো মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনে, নাম হলো *সুলতানা’জ ড্রিম*। ১৯০৫ এ প্রকাশিত *সুলতানা’জ ড্রিম* ২০২৪-এ বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেল জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর ‘বিশ্বস্মৃতি’ বা ওয়ার্ল্ড মেমোরির তালিকায় স্থান করে নেবার মাধ্যমে। গত ৬-১০ মে, ২০২৪ মঙ্গোলিয়ার উলানবাটারে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বস্মৃতি সংস্থার এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমিটির দশম সাধারণ সভা। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে এই সভায় রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের *সুলতানা’জ ড্রিম* আঞ্চলিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রোকেয়া ও *সুলতানাজ ড্রিম* কীভাবে পেল ইউনেস্কোর স্বীকৃতি ও সম্মাননা

মফিদুল হক, *ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের চিত্তসম্পদ ও শক্তির প্রসার ঘটানো। এই লক্ষ্যে নানামুখী কাজের একটি হচ্ছে মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড কর্মসূচি। পৃথিবীর নানা দেশে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে মানবগোষ্ঠী যে-সব চিত্তসম্পদ তৈরি করেছে, যা লিখিত, খোদিত, মুদ্রিত, লিপিবদ্ধ কিংবা ডিজিটাল আকারে রয়েছে তার মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক দলিলসমূহ বিধিবদ্ধ

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর উদ্বোধনী

‘দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ’ এ বছরের ১৮-২২ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি সংগ্রামের সাথে আমাদের একাত্মতা প্রকাশ করে এবছর লিবারেশন ডকফেস্টের থিম ‘জয় প্যালেস্টাইন’। *লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ* এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইজরায়েলের গণহত্যা ও বর্বরতার নিন্দা জানায় এবং অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, চলমান বিরোধের স্থায়ী সমাধান ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানায়।

১৮ এপ্রিল বিকেল ৫টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বাদশ *লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ*-এর সূচনা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি ও উৎসব পরিচালক মফিদুল হক, ভারতের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা হাওবাম পবন কুমার, ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন শিক্ষক নীলোৎপল মজুমদারসহ অনেকে।

স্বগত বক্তব্যে সারা যাকের বলেন, আমি যদি একটি ছবি দেখি, আর মনে হয় যে সত্যিকারের ঘটনা দেখছি তাহলে এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না। আমি আশা করছি এখানে যারা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা আছেন, আপনারা তেমন শক্তিশালী ছবি বানাতে পারবেন যেগুলো দেখে আমরা উৎসাহিত হবো।

ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি উৎসবের থিম প্রসঙ্গে বলেন, ফিলিস্তিনের বিষয়টি আমি খুব গভীরভাবে হৃদয়ে ধারণ করি। আমরা তো এতো দূরে বসে ফিলিস্তিনের জন্য সরাসরি কিছু করতে পারি না, তবে সারা পৃথিবীজুড়ে মানুষ তাদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে এবং বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। তিনি ফিলিস্তিনি কবি, লেখক ও নেতা কামাল

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিএসজিজে মাসিক লেকচার সিরিজ-১২

মানবিক সংকটে স্বাস্থ্যসেবা : রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেস স্টাডি

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) তাদের মাসিক বক্তৃতা সিরিজের ১২তম আয়োজন করে ২৬ এপ্রিল ২০২৪। 'মানবিক সংকটে স্বাস্থ্য সেবা : রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেস স্টাডি' শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ওয়ারেন অ্যালপার্ট মেডিকেল স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রুহুল আবিদ। ২০১৭ সাল থেকে ডা. আবিদ ব্রাউন গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভের নির্বাহী ফ্যাকাল্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডা. আবিদ রোহিঙ্গা শরণার্থী, বিশেষ করে বাংলাদেশের কুতুপালং, বালুখালী এবং ভাসানচর শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। কার্ডিওভাসকুলার গবেষণা এবং অস্ত্রোপচারে দক্ষ ডা. আবিদ, সবসময়ই নিজের দেশের জন্য কিছু করার কথা চিন্তা করতেন। ২০১১ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে থাকাকালীন ডা. রোজমেরি ডুদার সাথে একত্রিত হয়ে তিনি সবার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা (HAEFA)-এর ধারণাটি তৈরি করেন এবং ২০১২ সালে এই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'সবার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা' প্রথম দিকে কেবল গার্মেন্টসকর্মীদের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করলেও ২০১৭ সালে মায়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা শুরু হলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান শুরু করে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভাবিত টেলিমেডিসিন এবং অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির মতো উদ্ভাবনী বিষয়গুলোকে তুলে ধরার পাশাপাশি সংক্রামক রোগের জন্য বিশেষজ্ঞ দল মোতায়েন এবং আরও অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করার মাধ্যমে শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য গৃহীত প্রচেষ্টার রূপরেখা তুলে ধরেন ডা. আবিদ। ২০১৬ সালে হাইফা দল 'নীরোগ' নামক একটি ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড সিস্টেমের প্রবর্তন করে

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এক নজরে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব

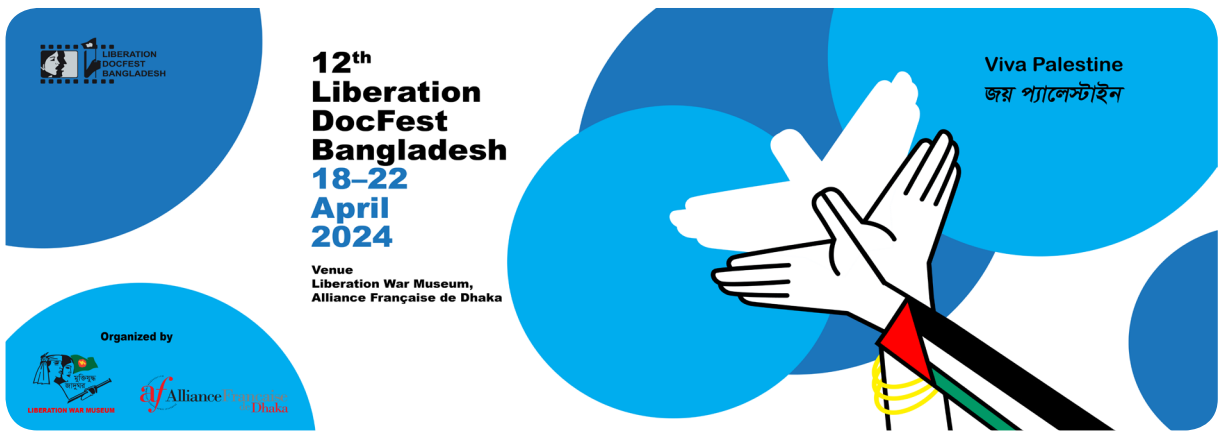

এবছর উৎসবে ৬০ দেশের ৩৯৬টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র জমা পড়ে। চলচ্চিত্র বাছাই কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত ৩৫টি ছবি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগ এবং সিনেমা অব দা ওয়ার্ল্ড বিভাগে দেখানো হয়েছে। ছবিগুলোকে বিষয়ভেদে বিভিন্ন শিরোনামে সাজানো হয়েছিল। যেমন- লিবারেশন ওয়ার এন্ড বিয়ন্ড, পার্সোনাল এন্ড পলিটিক্যাল, পোস্ট-ওয়ার কনফ্লিক্ট, স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ, কলোম্বিয়ান রেজিস্টেন্স, এনভায়রনমেন্ট ইত্যাদি। এছাড়া সমকালীন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আরো ১০টি চলচ্চিত্র এই উৎসবে দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই বিভাগের চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ছিলো সমকালীন বিশ্বচলচ্চিত্র অঙ্গণে আলোচিত চলচ্চিত্র প্যালেস্টাইনের নির্মাতা মোহামেদ জাবালির 'লাইফ ইজ বিউটিফুল', ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনয়ন পাওয়া ইয়েমেনি নির্মাতা সায়মা আল তামিমির নীরিক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র 'ডোন্ট গেট টু কমফোর্টেবেল', লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতা ইলিওনো বোয়াসিনো নির্মিত 'দা পাঠান সিস্টার্স', বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত বাংলাদেশের নির্মাতা মেহেদী মোস্তফার 'ফ্যান্টাসি ইন এ কংক্রিট জঙ্গল', ইউরোপের অন্যতম প্রামাণ্যচিত্র উৎসব সিনেমা দু রিল, মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং ফিল্ম সাউথ এশিয়ায় পুরস্কৃত কামার আহমাদ সাইমন নির্মিত 'শুনতে কি পাও' ইত্যাদি। বর্তমান সময়ের ভারতীয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাতা হাওবাম পবন কুমারের 'নাইন হিলস ওয়ান ভ্যালি', কৃষ্ণেন্দু বোসের 'বে অব ব্লাড' রনজিৎ রায়ের 'পুতুলনামা' ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ ও নির্মাতার আলোচনা এবং দর্শকের সাথে প্রশ্ন-উত্তর পর্বেরও আয়োজন করা হয়। 'চলচ্চিত্রে দেশভাগের উপস্থাপন' শিরোনামে বিশেষ আলোচনায় নির্মাতা হাবিবুর রহমানের সাথে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।

এবারের উৎসবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা কামার আহমেদ সইমনের মাস্টারক্লাস। ৪ ঘন্টার এই সেশনে তিনি তার সম্প্রতি নির্মিত চলচ্চিত্র দেখান এবং তার ফিল্মমেকিং মেথডলজি, যেটাকে তিনি বলছেন ১০০ ভাগ ফিকশন এবং ১০০ ভাগ ননফিকশন, এ নিয়ে দর্শকের সাথে বাহাস করেন। এই বাহাসে ফিকশন ও ননফিকশ চলচ্চিত্রের সীমারেখা, নির্মাতার শৈল্পীক স্বাধীনতা, চলচ্চিত্রকে ডকুমেন্টারি হিসেবে দেখার সংকট ইত্যাদি বিষয়ে দর্শকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন।

উৎসবের বিশেষ আয়োজন ছিল ফিল্মমেকার টক শিরোনামে ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাতা হাওবাম পবন কুমারের সাথে বিশেষ আলোচনা। ডকল্যাবের পরিচালক তারেক আহমেদ নির্মাতার সাথে আলাপচারিতায় অংশ নেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে Filmmakers in Crisis শিরোনামে নির্মাতার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়, যেখানে নির্মাতাগণ তাদের কাজের সাথে ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। বৈঠকের প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন হাওবান পবন কুমার। বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়রা বিলকিস।

উৎসবে সেরা চলচ্চিত্র ও জুরি পুরস্কারের পাশাপাশি এবছর 'স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ' (Student Perspective) শিরোনামে শিক্ষার্থীদের বানানো চলচ্চিত্র থেকে দর্শক ভোটে নির্বাচিত সেরা চলচ্চিত্রকে পুরস্কার দেয়া শুরু হয়েছে। প্রায় ১৭০ জন দর্শক এই ভোটে অংশ নিয়েছে।

Working Title শিরোনামে এবছর থেকে সম্পাদনা পর্যায়ে থাকা ছবির প্রাইভেট স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রাইভেট স্ক্রিনিং এ এক্সপোজিসন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস (EYFT) কর্মশালার মেন্টররা এবং উৎসবের জুরিরা যুক্ত হয়েছেন। এই বিভাগে এবছর তাসমিয়াহ আফরিন মৌ, তানিম ইউসুফ, কামরুল আহসান লেনিন, শোয়াইব হক, নাজমুল হুদা এবং শারমিন দোজার সম্পাদনা পর্যায়ে থাকা চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে।

এবছর উৎসবে দর্শক ও নির্মাতার অংশগ্রহণ আমাদের নানাভাবেই ভাবিয়েছে। আগামী বছরে এই উৎসবটি দর্শকদের জন্য আরো ইন্টারেকটিভ এবং বাংলাদেশী নির্মাতাদের জন্য আরো প্রয়োজনীয় উৎসব হয়ে উঠবে এবং চলচ্চিত্র কেন্দ্রিক কমিউনিটি তৈরিতে এই উৎসব আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উৎসব সহকারী হিসেবে "লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ"-এ কাজ করার অভিজ্ঞতা

প্রতি বছরের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ এর দ্বাদশ আয়োজন গত ১৮ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মুক্তির সংগ্রাম ও মানবাধিকারের যে লড়াই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলছে সেই বাস্তবতাই বাংলাদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরা। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মূল্যবোধ ধারণ করে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও তরুণ নির্মাতাদের উৎসাহ প্রদান করা।

২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ *লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ*-এর একজন স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে কাজ করার পর এ বছরের লিবারেশন ডকফেস্টের আয়োজক দলে কাজ করার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। যদি যাত্রা শুরুর কথা বলি তাহলে সেটা খুবই রোমাঞ্চকর। গতবছর যখন স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে আবেদন করি তখন ভাবিনি যে এরপর থেকে আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করবো। যেহেতু আমি ঢাকার বাইরে থাকি তাই প্রথম দিকে ভাবনা ছিল শুধু একাদশ ডকফেস্ট পর্যন্তই কাজ করবো। কিন্তু গত বছর আমাদের অরিয়েন্টেশনের সময় জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিক ভাই একটা কথা বলেছিলেন যে, 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিতরে ঢোকার রাস্তা আছে কিন্তু বের হওয়ার রাস্তা নেই'। তখন এই কথাটার মানে ঠিক না বুঝলেও এবার ডকফেস্টে কাজ করার সময় বুঝেছি। ডকফেস্টে কাজ করার সময় মনে হবে এখানের সবাই একটা পরিবারের মতো কাজ করে। গত বছরের ডকফেস্ট শেষ হওয়ার পর থেকেই জাদুঘরের প্রতি যে একটি আলাদা মায়া রয়েছে তা আমি তখনই টের পাই। তারপর যখনই জাদুঘরে কোনো চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কর্মশালা অথবা অন্য কোনো কর্মসূচি থাকে আমি সবগুলোতেই থাকার চেষ্টা করেছি। আর এবছর তো আয়োজক দলের সদস্য হিসেবে কাজের দায়িত্ব ছিল অনেক।

একাদশ ডকফেস্টের ৬ জন স্বেচ্ছাকর্মী এবার উৎসব সহকারী হিসেবে কাজ করেছি। সবাই আলাদাভাবে কোন দায়িত্ব পালন করেছে, আবার কোন সময় একজনের কাজে অন্যজন সহযোগিতাও করেছে। লিবারেশন ডকফেস্ট এর অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে কর্মশালা 'এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২৪' এবার উৎসবের তিনদিন আগে শুরু হয়। যে জন্য কর্মশালা ও উৎসবসহ মোট আটদিন আমরা একসাথে কাজ করেছি। আমরা সবাই প্রতিদিন সকাল ৯টায় জাদুঘরে চলে আসতাম এবং অনুষ্ঠান শেষ করে বাসায় যেতে যেতে রাত ৯টা বেজে যেত। প্রতিটি দিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। উৎসবের জুরি, কর্মশালার মেন্টর ও অংশগরহণকারী, স্বেচ্ছাকর্মী, অতিথিসহ নতুন অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি। আমি মনে করি, এবারের উৎসবের স্বেচ্ছাকর্মীরা হয়তো পরের বছর আমার মত আয়োজক দলে কাজ করতে পারবে। আরও আশা করবো যে, ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ আসবে।

নুসরাত জাহান আনিকা
উৎসব সহকারী, দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড-এর আঞ্চলিক রেজিস্টারে রোকেয়ার 'সুলতানা'জ ড্রিম'-এর অন্তর্ভুক্তি

১ম পৃষ্ঠার পর

এই অর্জন বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কালজয়ী নারীবাদী বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী *সুলতানা'জ ড্রিম*-কে কেন্দ্র করে হলেও তা' আরো বড় দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই স্বীকৃতি রোকেয়ার আদর্শ ধারণ করে নারীর জীবনে শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ প্রসারিত তথা নারীমুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকার দিকটিও তুলে ধরেছে। রোকেয়ার *সুলতানা'জ ড্রিম* সংক্রান্ত তথ্য-দলিলাদির ভাণ্ডার হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পেশকৃত নথির ভিত্তিতে ইউনেস্কো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমিটি তাদের আঞ্চলিক রেজিস্টারে এর অন্তর্ভুক্তি প্রদান করেছে।

রোকেয়া ও *সুলতানাজ ড্রিম* কীভাবে পেল ইউনেস্কোর স্বীকৃতি ও সম্মাননা

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বস্মৃতি বা মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড হিসেবে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি কোনো বিশেষ দেশের প্রামাণ্য দলিলকে যখন দেওয়া হয় সেটা ওই দলিলের সংরক্ষক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদনের নিরিখেই দেয়া হয়। কেননা এটা প্রত্যাশা করা হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান কেবল প্রামাণিক দলিল সংরক্ষণ করবে না, সেই সাথে তার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা নেবে। দলিলে যে বাণী প্রোথিত রয়েছে তার জাতীয় গুরুত্বের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গুরুত্বও বিবেচিত হয়। সেই সাথে দেখা হয় এর সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা। মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড কর্মসূচিতে দেশসমূহের বর্ধিত অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কমিটি এবং নব-গঠিত আফ্রিকান আঞ্চলিক কমিটি জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড-এর যোগাযোগ বিশেষভাবে গড়ে ওঠে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের এ-ছিল বড় স্বীকৃতি। সেই প্রস্তাবনার মুসাবিদা করার দায়িত্ব ট্রাস্টি হিসেবে আমি পালনের সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সুবাদে মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড-এর এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল কমিটি বা MOWCAP-এর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ডে প্রস্তাবনা পেশের নীতিমালায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জেন্ডার ইকুইটির বিষয়টি। সেই থেকে আমরা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক রেজিস্টারে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের অবদান মেলে ধরার বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করি। ইউনেস্কোর ব্যাংকক অফিস এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অনলাইন আলোচনার পর রোকেয়ার *সুলতানাজ ড্রিম* কেন্দ্র করে খসড়া প্রস্তাবনা দাঁড় করাই। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রোকেয়ার এই রচনার আদি সংস্করণের একটি প্রতিলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯০৮ সালে কলকাতার এস. কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং প্রকাশিত এই প্রথম মুদ্রণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৪, মূল্য ছিল চার আনা। সেই সাথে আরো কিছু আনুষঙ্গিক ছবি, চিঠি ও দলিলাদি জাদুঘরে ছিল। মূল গ্রন্থের প্রতিলিপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে দিয়েছিলেন রোকেয়া পরিবারের উত্তরসূরী মাজেদা সাবের। বিভিন্ন প্রকাশনা ও গবেষকদের সাহায্য নিয়ে আমরা সবিস্তার প্রস্তাবনা দাঁড় করাতে সক্ষম হই। এই অনুসন্ধান আমাদের নিয়ে যায় স্পেনীশ চলচ্চিত্র পরিচালক মিগুয়েল হারনানদেজের কাছে। তিনি তাঁর সদ্য-নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র 'সুলতানাজ ড্রিম' আমাদের দেখার সুযোগ করে দেন, পাঠিয়েছেন এর ট্রেলার অন্যদের দেখানোর জন্য। সব মিলিয়ে প্রস্তাবনা দাঁড় করাতে পারলেও সমস্যা থেকে যায় বাংলাদেশের সংগ্রহে মূল পাণ্ডুলিপি না থাকাতে। ইউনেস্কোর পরামর্শে মূল গ্রন্থের হদিশ চেয়ে পত্রিকায় সংবাদ ছাপানো হয়, টেলিভিশনে স্ক্রল দেখানো হয়, কিন্তু আমরা সফল হইনি।

আমরা জেনেছি রোকেয়ার এই রচনা প্রথম ছাপা হয়েছিল মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন'-এ। অনেক সন্ধানের পর ভারতের দিল্লির নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মূল ম্যাগাজিনের সন্ধান মেলে। দিল্লিতে সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী শিক্ষার্থী সেই লাইব্রেরি থেকে ডিজিটাল কপি সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা নেয়। বৃটিশ লাইব্রেরিতে অনুসন্ধানের পর প্রতিষ্ঠানের সাউথ এশিয়ান বিভাগে পাওয়া যায় একই সাময়িকীর আরেকটি সংগ্রহ। তবে এই দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে অনেক কাঠ ও খড় পোড়াবার কাহিনী।

সে যাই হোক, বারংবার সংশোধনের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হয় যথাযথ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মাধ্যমে। মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটারে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো–মোওকাপ দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভায় ৩৮টি দেশের প্রতিনিধি এবং ৪০ জন পর্যবেক্ষক যোগ দেন, সেখানে রোকেয়ার *সুলতানাজ ড্রিম* বিশ্বস্মৃতির আঞ্চলিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়। তৈরি হয় নতুন ইতিহাস। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি রোকেয়াকে বিশ্ব-পটভূমিকায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলো এবং বাংলাদেশকে সেই প্রামাণ্য দলিলের উত্তরাধিকারী দেশ হিসেবে বরণ করলো। এই ইতিহাসের পথ বেয়ে নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তির বিশ্বজনীন সাধনায় রোকেয়ার পতাকা হাতে এখন বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে। *সুলতানাজ ড্রিম* হবে নারী-পুরুষের সমতা-ভিত্তিক সেই উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে আমাদের পাথেয়।

প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতার মানসিক স্বাস্থ্য সংকট বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেশন ছিল ডকুমেন্টারি নির্মাতাদের মানসিক স্বাস্থ্যসহ নানাবিধ সংকট নিয়ে। গোলটেবিল বৈঠকে বিশ্বের নন ফিকশন বা ডকুমেন্টারি নির্মাতারাও যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংকট, সমস্যা বা অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করেন তা আলোচিত হয়। ভারতের চলচ্চিত্রকার হওবাম পবন কুমার এবং বাংলাদেশের নির্মাতা হুমায়রা বিলকিসের সঞ্চালনে এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের নানা প্রান্তের, নানা বয়সের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতারা।

শুরুতেই পবন এবং হুমায়রা তুলে ধরেন সামগ্রিক বৈশ্বিক সমস্যাগুলো, যা সারা পৃথিবীর নন ফিকশন নির্মাণ বা নির্মাতাদের কাজকে দিন দিন কঠিন করে তুলছে। তারা উল্লেখ করেন, হয়তো ইউরোপ, পশ্চিমা দেশের নির্মাতাদের অনেক কম সমস্যা ফেস করতে হয়, বাংলাদেশের ফিল্মমেকারদের তুলনায়। এখানে স্থানীয়ভাবে অর্থায়ন কঠিন হয়ে যায়। অথচ শুরুতে কিছু নিশ্চিত অর্থ যদি হাতে পাওয়া না যায়, তাহলে ভাবনা থেকে গল্পের কাঠামো তৈরি করা, এবং তা নিয়ে মার্কেট পিচ করা কঠিন হয়। পবন নিজের দেশের বাস্তবতা তুলে ধরে দেখান, এমন না যে উন্নত দেশগুলো বা বৃহৎ দেশ হিসেবে ভারতের নির্মাতারা এসব সমস্যার সম্মুখিন হন না।

চলচ্চিত্র নির্মানের সময়কাল প্রসঙ্গে পবন কুমার বলেন - নন ফিকশন সিনেমার ক্ষেত্রে বড় বাজেট লাগে এবং একসাথে সব অর্থের যোগান পাওয়াও যায় না, এতে বছরও কেটে যায়। এতে নির্মাতার উপর মানসিক চাপ তৈরি হয়। তাই দীর্ঘ মেয়াদি সাবজেক্ট নির্বাচন করার আগে চলচ্চিত্রকারদের ভাবা উচিত। হুমায়রা বিলকিস, এ প্রসংগে বাংলাদেশের নির্মাতা আনোয়ার চৌধুরীর একটি চলচ্চিত্র নিয়ে আলাপ করেন। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই প্রজেক্ট নিয়ে সবার উৎসাহ ছিলো, কিন্তু ফান্ড সমস্যা, কিছুটা উপেক্ষা, ভারত-বাংলাদেশে শুটিং চালিয়ে যাওয়া, এরমধ্যে কোভিড, নানা সংকট সব মিলিয়ে বিশাল এক ডিপ্রেশন তৈরি হবার মতো অবস্থা হয়। তিনি মনে করেন, যেকোনো কিছুর বিনিময়ে আমাদের কাজ এবং সময়ের প্রতি পজিটিভ থাকতে হবে। এর বিকল্প নেই।

হুমায়রা বিলকিসের জিজ্ঞাসার উত্তরে রফিকুল আনোয়ার রাসেল বলেন - প্রথম ফিচার ডকুমেন্টারি নির্মাণের সময় শুটিংয়ের প্রায় শেষের দিকে এসে আমি ক্যান্সার আক্রান্ত হবার কথা জানতে পারি। তাতক্ষণিক চিকিৎসার জন্য আমি চেন্নাই যাই। আমার সিনেমা জমা দেয়ার তারিখ চলে আসছে, অথচ আমি তখনও কেমোথেরাপি নিয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে কোন প্রফেশনাল এডিট প্যানেল ছিল না। আবার আমি নিজেও তখন এডিটিং কোন প্রোগ্রাম চালাতে পারতাম না। একদিকে কেমো, অন্যদিকে করোনা। কেউ আমার সাথে দেখা করতে পারবে না, আবার আমিও কোথাও যেতে পারব না। ফলে আমাকেই কাজটা করতে হবে। এক বন্ধু তার অফিস বন্ধ থাকার কারণে অফিসের প্যানেলটি আমার রুমে সেট করে দিল। আমি ইন্টারনেটের সহযোগিতায় একদিকে শিখি, অন্যদিকে এপ্লাই করি। এভাবে ১৮ দিনে প্রথম রাফ কাট লাইন আপ দাঁড় করাই। দুটো যুদ্ধ একসাথে করতে হয়েছে। কিন্তু এটা আমাকে অনেক শক্তি দিয়েছে। ২ মাস পর ছবিটি অনলাইনে গ্লোবাল প্রিমিয়ার হয়।

রাসেলের মতে একজন ফিল্মমেকারের ভূরাজনৈতিক বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। ফিল্মমেকার মাত্রই তাকে রাজনৈতিক সচেতন হতে হয়। আমাদের দেশের ভালো ভালো প্রজেক্ট বা আইডিয়া অনেক সময় এন্টারটেইন হয় না। এতে আমরা মন খারাপ করি, না বুঝে হতাশায় ভুগি। কিন্তু বোঝা দরকার আমি যে বিষয় নির্বাচন করেছি, বা আমার প্রোটেগনিস্টের যে কাহিনীচরিত তা বিশ্ব দর্শকের কাছে কতটুকু আবেদন রাখবে। সবসময় বিদেশিরা আমাদের টাকা দেবে সিনেমা বানাতে এটা ভাবা ঠিক না। ওরা ওদের মতামত, দর্শন, ডিমান্ড বুঝেই তবে সিলেক্ট করে প্রজেক্ট। গণহারে বিদেশীরা লাখ লাখ টাকা নিয়ে বসে আছে আমাদের আইডিয়া, ভাবনা, সিনেমার জন্য- এটা ভাবা ভুল। তার চেয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আমাদের ফান্ড, কো-প্রোডাকশন, বা অন্যান্য সাপোর্ট কীভাবে বাড়বে তা নিয়ে কাজ করা উচিত। নানা ক্ষেত্র উন্মোচন করা উচিত।

হুমায়রা বিলকিস, নির্মাতা পবন কুমার, উপস্থিত তরুণ নির্মাতা এবং দ্বাদশ ডকফেস্ট বাংলাদেশ -এর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠক শেষ করেন।

রফিকুল আনোয়ার রাসেল
চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক

কামার আহমেদ সাইমনের মাস্টারক্লাস : ফিকশন-নন-ফিকশন বাহাস

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্টে নির্মাতা কামার আহমেদ সাইমনের ছবি 'অন্যদিন' এবং সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রের নানা বাঁকবদল নিয়ে তার মাস্টারক্লাসটি বেশ আগ্রহ জাগায় তরুণ নির্মাতা ও চলচ্চিত্র চিন্তকদের। সাইমন বাংলাদেশের তরুণ নির্মাতাদের একজন, যিনি তার চলচ্চিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা, চলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি যে নিজস্ব ধারা তৈরি করতে চাইছেন সেই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তার এই সেশনে। নির্মাতা হিসেবে কামার আহমেদ সাইমন তার গল্প বলার যে অনন্যতা, সেটা দেখিয়েছেন তার প্রথম ছবি 'শুনতে কি পাও'-তে।

আলাপ অবধারিতভাবে শুরু হয় তার সাম্প্রতিক নির্মান 'অন্যদিন'-কে ঘিরে। নির্মাতা শুরুতেই জানিয়ে দেন- আমার এই সিনেমা ফিকশন না নন-ফিকশন এই বাহাসেই আমি যাবো না। আপনি দর্শক হিসেবে সিদ্ধান্ত নেবেন এটা কি ফিকশন্, নন-ফিকশন না অন্য কিছু।

এই আলাপটি আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে, আসলে ফিকশন আর ডকুমেন্টারির মধ্যে ফারাক কোথায়? নির্মাণ কৌশলের নানা দিক বাদ দিলেও ন্যারেটিভ বা গল্প বলার যে ভঙ্গি আমরা এই 'দুই ধারার' চলচ্চিত্রে দেখি নির্মাণের ক্ষেত্রে সেটাও ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। প্রামাণ্যচিত্রে আমরা যে দুটো প্রবণতাকে সামনে রাখি সেগুলো হচ্ছে রিয়াল ক্যারেক্টার ও তাদের সহজাত একশন এবং রিয়াল লোকেশন। এই দুটি প্রবণতাও আবার বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্রে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের দেশে তো একসময় প্রামাণ্যচিত্র মানেই

ছিলো রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা কিংবা শহর থেকে দূরে গিয়ে প্রকৃতিকে এক্সোটিক হিসেবে শহুরে মধ্যবিত্তের বিনোদনের খোরাক হিসেবে তুলে ধরা। তবে সমসাময়িক অনেক তরুণ নির্মাতা প্রামাণ্যচিত্রের 'ওল্ড স্কুল' ধারণার বাইরে বেরিয়ে নানা নতুন নতুন অনুষঙ্গ যোগ করার চেষ্টাও লক্ষণীয়।

সম্প্রতি হুমায়রা বিলকিস নির্মিত 'থিংস আই কুড নেভার টেল মাই মাদার' ছবিটাকেও রেফারেন্স হিসেবে সামনে আনা যায়। নির্মাতা হুমায়রা বিলকিস মনে করেন ফিকশন আর নন ফিকশনের মধ্যে ফারাক অস্পষ্ট হয়ে গেছে। নির্মাতা তার ছবি নির্মাণে কীভাবে কোন কোন উপাদানের ব্যবহার করবেন সে স্বাধীনতা তার আছে। ফলে তিনি তার ছবি ফিকশন-ননফিকশন প্যারাডাইমের বাইরে গিয়ে নতুনভাবে তার চিন্তার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। এই দুই ধরণের সিনেমার মাঝখানে যে বড় ধুসর জায়গা আছে, যেটাকে সাইমন তার ছবি নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। তার প্রতিটি ছবিতেই আমরা প্রামাণ্যচিত্রের প্লট ও ন্যারেটিভ লক্ষ্য করি। কিন্তু সেটার নির্মাণ কৌশল বা ট্রিটমেন্টে আবার ফিকশনের নানা উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন। সাইমন বলছেন, সেই অর্থে 'অন্যদিন' বরং টেকনিক্যালি অনেক বেশি ফিকশনালাইজড, কাস্টিং, স্ক্রিপ্টিং এবং শ্যুটিং সকল অর্থেই। যদিও এই দুটি ছবির কোনটাতেই ডকুমেন্ট বা প্রমাণ অর্থে কিছু নাই, আমার স্কুলিংটাও তা না আমি এপ্রোচই করি ফিচার হিসাবে। এইটুকু আলাপে আমাদের মতো তরুণ নির্মাতা-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ অস্বস্তি তৈরি হয়। কারণ আমরা আমাদের সিনেমা বোঝাপড়া শুরুই করেছি ফিকশন ও ডকুমেন্টারি বাইনারি দিয়ে চিন্তা করে। ফলে অস্বস্তি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

সাইমন অবশ্য 'অন্যদিন'- কে হাইব্রিড ছবি হিসেবেই ঘোষণা দিলেন। বলছেন- 'শুনতে কি পাও!'-কে যদি নন-ফিকশন বলি, 'অন্যদিন'কে বলতে হবে হাইব্রিড ফিকশন ব্লেন্ডেড উইথ রিয়ালিটি, দুটির কোনোটিকে আর যাই হোক, ডকুমেন্টারি বলা যাবে না। কামার আহমেদ সাইমনের ছবি নির্মাণের এই শৈলী নিশ্চিতভাবেই তরুণ নির্মাতাদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করার পাশাপাশি হাইব্রিড সিনেমা নিয়ে ভবিষ্যতেও বড় পরিসরে আলাপ এবং গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেদিক থেকে লিবারেশন ডকফেস্টের এবারের মাস্টারক্লাসকে উদ্দেশের দিক থেকে সফল বলাই যায়।

জোবায়ের রায়হান
নির্মাতা ও শিক্ষার্থী
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস বিষয়ক কর্মশালা

মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রমাণ্যচিত্র উৎসবে প্রামাণ্যচিত্র দেখানোর পাশাপাশি এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস শিরোনামে তরুণ নির্মাতাদের নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

১৫-১৮ এপ্রিল কর্মশালাটির দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন ভারতের সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এবং চলচ্চিত্র ইনস্টিউটের প্রাক্তন শিক্ষক ও ডকেজ কলকাতার পরিচালক নীলোৎল মজুমদার। তার সংগে যুক্ত হন ভারতের আরেক চলচ্চিত্র নির্মাতা রনজিৎ রায়।

এক্সপজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট শিরোনামে প্রামাণ্যচিত্র প্রকল্প উন্নয়ন কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে ১২জন নির্মাতা অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্য থেকে ৭ জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়। 'কোরিডর অব ডিজএপেয়ারেন্স' প্রকল্পের জন্য জিহান করিম বেস্ট ফিল্ম প্রজেক্ট হিসেবে বিজয়ী হন। ছবিটি নির্মাণের জন্য তাকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। 'মুমুর সাথে' প্রকল্পের জন্য তাসমিয়াহ আফরিন মৌকে 'প্রমিজিং ফিল্ম প্রজেক্ট' ক্যাটাগরিতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। 'শেষ পাতা' প্রকল্পের জন্য সানজিন রহমান এবং 'জন্মসূত্র' প্রকল্পের জন্য অনুশ্রী রায়কে রিসার্স এন্ড ডেভলাপমেন্ট গ্রান্ট হিসেবে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

'গ্রিন ক্যাম্প ইন সেক্টর ওয়েস্ট' প্রকল্পের জন্য মুইদ মোহাম্মদ রুবেল ফিনিসিং গ্রান্ট হিসেবে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। 'লালযাত্রা' প্রকল্পের জন্য জগন্ময় পালকে রিসার্স ফেলোশিপ দেয়া হয়েছে। 'কমান্ডার আশালতা' প্রকল্পের জন্য শাহীনুর আক্তার শাহীনকে LWM-Creative Wings পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

১৮ এপ্রিল, ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শুরু হয় লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর ১২তম আসর। জাদুঘরের পাশাপাশি আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকাতেও (ফরাসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নামেও পরিচিত) প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে ১৯ ও ২০ এপ্রিল ৫ টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদ্রর্শিত হয়। এর মধ্যে ইতালির প্রামাণ্যচিত্র Taxibol, এ বছর সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করেছে।

১৯ এপ্রিল আয়োজন শুরু হয় সুইস এবং বেলজিয়াম-এর প্রামাণ্যচিত্র Hawar, Our Banished Children-এর বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে। প্রামাণ্যচিত্রটি সিরিয়ায় আইএসআইএস যোদ্ধাদের দ্বারা অপহৃত ও দাসত্ব করা ইয়াজিদি মহিলাদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের যন্ত্রণাদায়ক দুর্দশার কথা তুলে ধরে। তথ্যচিত্রটি মাতৃত্ব, মানসিক আঘাত এবং ন্যায়বিচারের সমস্যাগুলো অন্বেষণ করে। চ্যালেঞ্জিং বিষয়বস্তু হওয়া সত্ত্বেও দর্শকরা প্রামাণ্যচিত্রটির শেষ অবধি বিমোহিত ছিলেন।

এদিন দ্বিতীয় তথ্যচিত্রটি ছিল ইতালীয়, যেখানে কিউবার সান আন্তোনিওর রাস্তায় ট্যাক্সি চালানোর সময় ব্যক্তিগত আখ্যান এবং রাজনৈতিক প্রতিফলনগুলোকে একত্রিত করেছে। এটি ফিলিপাইন এবং কিউবার সাথে পারস্পরিকভাবে জড়িত ইতিহাসের একটি দুঃখজনক অধ্যায় উদঘাটন করে। প্রথম দিনের শেষ প্রদর্শনী শুরু হয় তাইওয়ানের প্রামাণ্যচিত্র dont shuan দিয়ে। এই প্রামাণ্যচিত্রটি ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং সামাজিক গতিশীলতার অন্তরঙ্গ চিত্রায়নের মাধ্যমে দর্শকদের বিমোহিত করে। সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম অনুসন্ধান এবং সমসাময়িক তাইওয়ানের সমাজের সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেছে।

২০ এপ্রিল প্রথম শোতে, বিশেষ প্রদর্শনী হিসেবে পথশিশুদের নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র I am Somebody প্রদর্শীত হয়। ৯৬ মিনিটের এই প্রামাণ্যচিত্রে ব্রাজিল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ফিলিস্তিনের ছয় শিশুর কাতারে স্ট্রিট চাইল্ড বিশ্বকাপে তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার গল্প তুলে ধরে।

বিকালে দ্বিতীয় শো তে, সন্দীপ কুমার মিস্ত্রি পরিচালিত, 'দ্য প্রফেসর'

প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশের একজন সম্মানিত বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবন নিয়ে প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মিত। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কন্যা অধ্যাপক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রযোজিত ৭২ মিনিটের এই প্রামাণ্যচিত্রটি শিক্ষাবিদের ব্যক্তিজীবন এবং বাংলাদেশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে তার অবদানের গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ অন্বেষণ। সাক্ষাৎকার, আখ্যান, আর্কাইভাল ফুটেজ, 'দ্য প্রফেসর'-এর দর্শকদের মাঝে গভীরভাবে ছায়া ফেলে। ডক্টর মেঘনা গুহঠাকুরতার উপস্থিতি প্রদর্শনীতে একটি মাত্রা যোগ করে। তিনি তার বাবার জীবনের অন্তর্দৃষ্টি এবং তথ্যচিত্রটির তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই প্রামাণ্যচিত্রটি তরুণ প্রজন্মের জন্য, যাতে তারা জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা সম্পর্কে জানতে পারে। তার একমাত্র সন্তান হিসেবে, আমি যদি এটা না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমার বাবা এবং তার উত্তরাধিকারের প্রতিনিধিত্ব করার মতো কেউ থাকবে না। এই কাজটি করা আমার সবসময়ই স্বপ্ন ছিল।

লিবারেশন ডকফেস্টের অংশীজন হওয়ায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

রাফসান জানি রাহাত
স্বেচ্ছাকর্মী, দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

আরও এক অন্তরযাত্রা

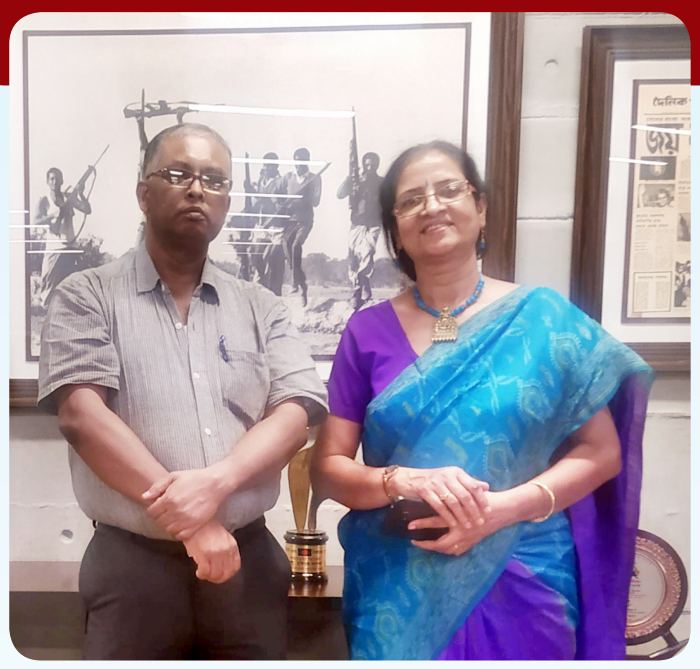

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাসিক পত্রিকাটি প্রতি মাসে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি এবং প্রাপ্তির পর আমার কয়েকজন বাংলাদেশপ্রেমী স্বজন বান্ধবদের প্রেরণ করি। গতবছর অক্টোবর মাসে সস্ত্রীক প্রথম বাংলাদেশ ভ্রমণে যাই এবং ঢাকায় পৌঁছে সর্বাগ্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন তথা তীর্থ দর্শনে ধাবিত হই। রাজনৈতিক ডামাডোলে তখন বাংলাদেশ ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে চলে আসতে বাধ্য হওয়ায় শ্রদ্ধেয় মফিদুল হকের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়নি।

এবছর ৭ই এপ্রিল আবার ঢাকায় পাড়ি দিলাম, এবারে একা। পরদিন ৮ই এপ্রিল পৌঁছে গেলাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। আজ প্রিয় সংগঠন প্রিয় ভ্রমণস্থল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমার ভ্রামণিক ও নিজেকে একজন গর্বিত বাঙ্গালী হিসেবে অনুভবের কথা বলছি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশপথে থমকে দাঁড়াতে হবে সকল দর্শককে, নির্বাক হয়ে অবলোকন করতে হয় এক অনন্য ভাব বস্তু, তীব্র ক্রোধের অনির্বাণ অগ্নিক্ষরা এক জ্যোতিপুঞ্জ ও করুণ এক গীতিনাট্যের সম্মিলনকে। নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে উপলব্ধি করতে পারি শহীদ আজাদের মা সাফিয়া বেগম বা শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মত কত লক্ষ সন্তানহারা, স্বামীহারা গৃহবধূ, পাষণ্ড খানসেনাদের হাতে পাশবিক নির্যাতনের শিকার তরুণী গৃহবধূ এমনকি যৌবন প্রস্ফূটিত হওয়ার আগেই ঝরে যাওয়া কত ফুলের মত নিষ্পাপ কিশোরীর অশ্রুজল অনন্ত প্রবাহে নির্গত হয়ে চলেছে তবে বিনা প্রতিরোধে নয় অক্ষমের আস্ফালনে নয় অনির্বাণ জ্যোতির তীব্র ক্রোধের দহনে শত্রুকে ভস্মে পরিণত করেই। জাদুঘরে ঢোকার আগেই শপথ বাক্যের মত পড়ে নিলাম দেয়ালের লেখাটি 'স্বাক্ষী বাংলার রক্তভেজা মাটি/স্বাক্ষী আকাশের চন্দ্র-তারা/ভুলি নাই শহিদের কোন স্মৃতি/ ভুলবো না কিছুই আমরা।'

দু'টি তলার চারটি কক্ষে বিধৃত আছে বাঙালি জাতিসত্তার গঠন পর্বের পুরাকীর্তিসমূহ থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস হয়ে একাত্তরে বিশ্বমানচিত্রে নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের সকরুণ গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস। এ তো আমাদের প্রতিক্ষণ স্মরণ করাবে কতটা ঐতিহ্য এই ভূমি ধারণ করে, কতটা সংগ্রামী এই ভূমির মানুষ।

৮ই এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পরম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। যে মহৎপ্রাণ পণ্ডিত মানুষটির সঙ্গে পরোক্ষে পরিচয় ছিল বা টেলিফোনে কথা হয়েছিল, ৩০শে অক্টোবর বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল তাই যার সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হয়েছিলাম সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মফিদুল হক স্যারের সঙ্গে দেখা হল, তার স্নেহ ভালবাসা পেলাম অফুরন্ত। আমার একটি মৌলিক গবেষণার ইচ্ছে তার কাছে প্রকাশ করাতে সুনির্দিষ্টভাবে সুপরামর্শ দিলেন, দিলেন কোন পথে আগাতে হবে সেই সন্ধান। নিতান্ত সাদামাটা, আটপৌরে, নিরহঙ্কার অথচ বিপুল জ্ঞানরাশির, জ্ঞান ভান্ডারের মালিক তিনি, দেখা হতেই আমাকে কাছে টেনে নিলেন কতকালের স্বজন হিসাবে যেখানে অপরিচয়ের কোন দৃশ্যমানতা ছিল না। সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই মাননীয়া সারা যাকেরকে। 'অন্তরযাত্রা' আমার প্রিয় চলচ্চিত্র। একাধিকবার দেখেছি। সেই চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্রাভিনেত্রীর মুখোমুখি হয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তার ও মফিদুল হক স্যারের স্নেহশীল ব্যাবহার আমাকে আরও বহুকাল সেই নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে, বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আবার যাওয়ার সুযোগ না ঘটলেও। ৮ই এপ্রিল দিনটি নিজেই যেন একটি মূল্যবান উপহার ছিল যেহেতু পরের দিনটি ৯ই এপ্রিল ছিল আমার জন্মদিন। এর চেয়ে ভালো উপহার আর কী পেতে পারতাম আমি?

সন্দীপ সিনহা রায়, নৈহাটী, কলকাতা

দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্টের সমাপনী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব 'লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ'-এর সমাপনী আয়োজন ২২ এপ্রিল ২০২৪, বিকেল ৫টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় প্যালেস্টাইন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন জনাব জিয়াদ এম. এইচ হামাদ (Ziad M. H. Hamad)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা হাওবাম পবন কুমার এবং কৃষ্ণেন্দু বোস। সেইসাথে উপস্থিত ছিলেন উৎসব পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

টেক্সিবল (Taxibol) প্রামাণ্যচিত্রের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে সেরা ছবির পুরস্কার পান স্পেনের নির্মাতা Tommaso Santammbrogio। জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে 'দ্যা স্ক্র্যাপ' ছবির জন্য সেরা ছবির পুরস্কার পান মাসুদুর রহমান।

জাতীয় বিভাগে বিজয়ী ছবির নির্মাতাকে এক লাখ টাকা এবং আন্তর্জাতিক বিভাগে বিজয়ী ছবির নির্মাতাকে এক হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার দেয়া হয়।

এবছরই প্রথম এই উৎসবে শিক্ষার্থী নির্মাতাদের জন্য অডিয়েন্স এওয়ার্ড চালু করা হয়। স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ (Student Perspective) বিভাগে অডিয়েন্স এওয়ার্ড পায় তাওসিন জাফর, ফাহমিন আদনান, জারিন তাসনিম রোজা পরিচালিত Banyan - A Silent Witness।

এছাড়া জাতীয় বিভাগে ইয়্যুথ জুরি পুরস্কার পায় ব্রাত্য আমিন পরিচালিত 'কোম্পানিদেশ'। আন্তর্জাতিক বিভাগে ইয়্যুথ জুরি পুরস্কার পায় ইরানের নির্মাতা মেহদি ফালাহি পরিচালিত দা মাদার অব মাইগ্রেশন (The Mother of Migration)। সেইসাথে পুরস্কৃত চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

চীনের বেইজিং শহরে রয়েল প্যালেস মিউজিয়ামে ওয়ার্কশপের অভিজ্ঞতা

আইকম-আইটিসির প্রশিক্ষণ কর্মশালা চীনের বেইজিং-এ ঐতিহাসিক রয়্যাল প্যালেস মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়, যা ফোরবিডেন সিটি (নিষিদ্ধ শহর) নামেও পরিচিত। এই প্রাসাদ জাদুঘরটি চীনের ইতিহাস এবং শিল্পের অনন্য সংগ্রহশালা। এই কর্মশালার মূল থিম ছিল 'মিউজিয়ামে সম্মান: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রথা, সহ-সৃষ্টি, প্রত্যাবর্তন এবং আরো অনেক কিছু'। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ২৯ জন অংশগ্রহণকারী এই কর্মশালয়ে অংশ নেন, যারা মিউজিয়াম পেশাদারদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃজনশীল উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে। অংশগ্রহণকারীদের ১৪ জন ছিলেন চীনের নাগরিক, ১৫ জন অন্যান্য দেশ থেকে আগত, যার মধ্যে জর্জিয়া, কলাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি, আজারবাইজান, আরমেনিয়া, তুর্কমেনিস্তান, ভারত, নেপাল ও অন্যান্য আরো দেশ রয়েছে। আমি বাংলাদেশ থেকে ইয়াং মিউজিয়াম প্রফেশনাল হিসেবে অংশগ্রহণ করি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা জানাই, যা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক ছিল।

আইকম-আইটিসি প্রতিষ্ঠানটি ১ জুলাই, ২০১৩ সালে প্যালেস মিউজিয়াম, আইকম এবং আইকম চীনের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল মিউজিযামের পেশাদারিত্ব, সংগ্রহশালা ব্যবস্থাপনা, মিশন এবং শেয়ারকৃত মিউজিয়াম সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করা। এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলসহ বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম পেশাদারদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এই কর্মশালাটি মিউজিয়ামগুলোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক চর্চা, সহ-সৃষ্টি এবং নতুন ধারণা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছে। কর্মশালায় আর্টিফ্যাক্ট পড়া শিরোনামে একটি ক্লাসিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা প্যালেস মিউজিয়ামের বিভিন্ন আর্টিফ্যাক্টগুলো থেকে বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় ব্যাখ্যা শিখতে পারে। এছাড়াও, স্থানীয় মিউজিয়াম পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা চলমান প্রদর্শনী এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ পায়। কর্মশালার অংশ হিসেবে, আমি চীনের জাতীয় জাদুঘর, সামার প্যালেস জাদুঘর ও আরো কয়েকটি জাদুঘর পরিদর্শন করবার সুযোগ পাই। চীনের জাদুঘরগুলোর মধ্যে বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে রেখেছে, যা চীনের সমৃদ্ধ সভ্যতার অপূর্ব নিদর্শন। এই জাদুঘর ও ঐতিহাসিক পরিদর্শন আমার কর্মশালার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম কাউন্সিলের কর্মশালাটি বিশ্বজুড়ে জাদুঘর পেশাদারদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় এবং সহযোগিতা তৈরির একটি মঞ্চ হিসাবে কাজ করে। এটি জাদুঘরগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পেশাদারদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সৃজনশীল উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে। এই ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মিউজিয়াম কর্মীদের মধ্যে আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা প্রসারিত হয়, যা সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং প্রোগ্রাম তৈরিতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। কর্মশালার এই আয়োজন মিউজিয়াম পেশাদারদের মধ্যে নতুন ধারণা ও সহযোগিতার জন্য একটি সমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে থাকে।

আইসিওএম-আইটিসি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২৪ সম্পূর্ণ হওয়ার পর, আমি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে অনেক মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করেছি যা আমার পেশাগত জীবনে অত্যন্ত উপকারী হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি জাদুঘর পরিচালনা, সংগ্রহ সংরক্ষণ, শিক্ষা, প্রদর্শনী ডিজাইন এবং সাংস্কৃতিক সম্পদের পুনঃস্থাপন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পেশাগত যোগাযোগ এবং সহযোগিতা স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি, যা আমার কাজে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এই কর্মশালা সত্যিই আমার পেশাগত উন্নয়নে এক অনন্য অবদান রাখবে বলে আমি আশা করছি।

হাসিবুল হক ইমন

ভয়াবহ নৃশংসতার স্মৃতি সংরক্ষণ ও বিস্মরণের মোকাবেলা বিষয়ক সেমিনারে সিএসজিজে-এর স্বেচ্ছাকর্মী

উত্তর আমেরিকায় ইতিহাস চর্চার জন্য সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান National Council on Public History আয়োজিত Challenging Denial : Urgency in Memorializing Mass Atrocitie বিষয়ক সেমিনারে সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের স্বেচ্ছাকর্মী উম্মুল মুহসেনিন প্যানেলিষ্ট হিসেবে যোগ দেন। উম্মুল মুহসেনিন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডাতে অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে যুক্ত আছেন, পাশাপাশি তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে পিএইডডি গবেষণা করছেন। সেমিনারে তিনি বাংলাদেশের গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জল্লাদখানা বধ্যভূমির গুরুত্ব ও ভূমিকা তুলে ধরেন, যা গণহত্যা অস্বীকারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বর্তমান প্রজন্মকে বলে যাচ্ছে একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত নিষ্ঠুর বর্বরতার কথা। সেমিনারে উম্মুল মুহসেনিনেন কো-প্যানেলিষ্ট হিসেবে ছিলেন Andreas Etges- University of Munich (LMU) Germany, Cheyanne Perkins, Texas Holocaust, Genocide and anti-Semitism advisory commission, Clayton Brown, Utah State University I Gevorg Vardanya, North Carolina State University.

নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সৌজন্যে গণহত্যা বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনী। উদ্বোধন করবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী

আয়োজিত হচ্ছে তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ২০২৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে রয়েছে এদেশের মানুষের অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং সাহসী অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে বাংলাদেশের ইতিহাস সংরক্ষণ, বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে অবদান নিশ্চিত করতে কাজ করছে 'সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস'। গণহত্যা অধ্যায়নের নিয়মিত কার্যক্রমে অবদান রাখছে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা।

মার্চ ২০২৪ 'সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস' গণহত্যা নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী তরুণ গবেষকদের জন্য 'তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' প্রোগ্রামের আওতায় গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে। গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়বস্তু কোন সুনির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ না থাকায় শিক্ষার্থী এবং গবেষকরা তাদের আগ্রহের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গবেষণা প্রস্তাবপত্র জমা দিয়েছেন। যেমন বাংলাদেশের গণহত্যার বিচার: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর মূল্যায়ন এবং এর বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যার শিকারদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বিচার, ১৯৭১ সালের যৌন সহিংসতার শিকারদের জন্য ন্যায়বিচার, গণহত্যা এবং আন্তর্জাতিক আইন, গণহত্যা এবং ন্যায়বিচারের উপর তুলনামূলক অধ্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষকরা আগ্রহী হয়েছেন। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের গবেষকদের থেকে অতিমাত্রায় সাড়া পাওয়ায় এবং অধিক সংখ্যক তরুণ গবেষকদের সুযোগ দেয়ার কথা চিন্তা করে আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হয়। একক এবং দলীয়ভাবে ৭৭টি আবেদনপত্র জমা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায়ের অধ্যাপক এবং অভিজ্ঞ গণহত্যা গবেষকদের দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদনকারী শিক্ষার্থী অথবা তরুণ গবেষকদের থেকে ২১টি আবেদনপত্রের প্রাথমিক তালিকা নির্বাচন করা হয়েছে। মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা করা হবে এবং গবেষণাপত্রের মান এবং গবেষণার সম্ভাব্য প্রায়োগীক দিকের উপর ভিত্তি করে ফেলোশিপ ফান্ডিং নির্দিষ্ট করা হবে। চূড়ান্ত নির্বাচিত গবেষকরা ৪ মাসব্যাপী দীর্ঘ এই ফেলোশিপে মে ২০২৪ থেকে আগষ্ট ২০২৪, পর্যন্ত তাদের গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত রাখবে। ফেলোশিপ চলমান সময়ে সকল গবেষকরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণাগার ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর পরিচালক এবং গবেষণা পরমর্শাদাতাদের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

অন্যান্য তরুণ গবেষকদের মতো সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর স্বেচ্ছাসেবকদেরও আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দুতে এই 'তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' প্রোগ্রাম। এর স্বেচ্ছসেবকরা জানান তারা সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধে তরুণদের অবদান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। তারা আরও বলেন, 'তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' এমন একটি আয়োজন যার মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যা বিষয়ক গবেষণা বাড়বে এবং বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং যা বিশ্বে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আরাফাত রহমান
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

১ম পৃষ্ঠার পর

নাসের-এর কবিতা পাঠ করেন।

ডকফেস্ট-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত, তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা 'এক্সপোজিশন অব ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস ২০২৪'-এর প্রধান প্রশিক্ষক ও মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর প্রাক্তন শিক্ষক নীলোৎপল মজুমদার। তিনি বলেন, "প্রামাণ্যচিত্রের একটি দুর্ভাগ্য যে ভারত এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর বিরল দুটি দেশ যেখানে পাবলিক টেলিভিশনে ডকুমেন্টারির জন্য আধা ঘণ্টা বা ১০ মিনিটেরও কোনো স্লট নেই।

প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকের আগে ডকফেস্ট সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা ছিল না। আমি এখানে এসে খুবই এক্সসাইটেড, বিশেষ করে আমার সামনে যারা পার্টিসিপেন্টস বসে আছেন, তাদের বয়সটা আঁচ করতে পেরে। এতো ইয়াং জেনারেশন ডকুমেন্টারি মেকিংয়ে এতো উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই নীলোৎপল মজুমদারকে, আপনি সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসেছেন, আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা ডকুমেন্টারি মেকার্স তাদেরকে মেন্টর করছেন। নীলোৎপল মজুমদার উল্লেখিত সমস্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি আশা করব, আজকের পরে বাংলাদেশ ঐ বিরল ক্যাটাগরিতে থাকবে না। আমরা বিটিভির মাধ্যমে প্রামাণ্যচিত্রের একটি স্লট সপ্তাহে একটি হলেও শুরু করতে চাই এবং আমি মনে করি, একঝাঁক তরুণ ডকুমেন্টারি মেকার্স যারা আছেন, তাদের ডকুমেন্টারি তৈরির ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান, প্রণোদনা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিটিভির মত একটা প্লাটফর্ম যেহেতু আছে, বিটিভিতে আমরা শুরু করি, পরবর্তীতে আরও বড় আকারে আমরা চেষ্টা করবো।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও দ্বাদশ *লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ*-এর উৎসব পরিচালক মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি প্লাটফর্ম তৈরি করতে পেরেছে এবং অনেক মানুষের সহায়তার হাত এখানে প্রসারিত হচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্তি ঘটছে। এই উৎসবের মূল কাজগুলো তরুণ প্রজন্মই করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই ছোট উদ্যোগ তার যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হচ্ছে এবং তরুণদের এই কাজে আমরা সাফল্য কামনা করি।

এম. ফারহাতুল হক (ফারহাত)
উৎসব সমন্বয়ক, দ্বাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

মানবিক সংকটে স্বাস্থ্যসেবা : রোহিঙ্গা শরণার্থীদের

২-এর পৃষ্ঠার পর

যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেকোনো ধরনের ইন্টারনেট বা ডেটা সেন্টারের সাহায্য ছাড়াই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম। এই পোর্টেবল, ব্যবহারকারী-বান্ধব সিস্টেমটি স্মার্টফোন কিংবা ট্যাবলেটে ব্যবহার করার মাধ্যমে রোগীর রিয়েল-টাইম স্ক্রিনিং, পরীক্ষা এবং ডেটা রেকর্ডিংয়ের মতো সুবিধা পাওয়া যায়। মূলত গার্মেন্টসগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত এই সিস্টেমটি ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে আসার পর রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যাদের অধিকাংশই ছিল নারী, শিশু এবং বয়স্ক। আবাসন, স্যানিটেশন, পানীয় জলের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য সৌর-চালিত ওয়াই-ফাই রাউটার, ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড সিস্টেম এবং মোবাইল হেলথ ক্লিনিকের মতো উদ্ভাবনী সমাধান নিয়ে 'হাইফা দল' শরণার্থী শিবিরে কাজ শুরু করে। 'হাইফা'-র সহযোগিতায় শরণার্থী শিবিরের একটি অর্ধস্বয়ংক্রিয় প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি স্থাপন করার পাশাপাশি উখিয়ায় মোবাইল ক্লিনিক এবং সাথে আল্ট্রাসাউন্ড এবং ইসিজি সেবা চালু করা হয়। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবার জন্য নয় এর পাশাপাশি আবাসন, স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানির প্রয়োজন। ডা. আবিদের মতে এই শরণার্থী শিবিরগুলি একটি ছোট শহর পরিচালনার মতো, যেখানে ৫.৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ১১ লক্ষ লোকের বসতি এবং সবার জন্য সাধারণ টয়লেট। ডা. আবিদ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রেক্ষিতে বলেন যে, সবার মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, একজন চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আমি কীভাবে এই মানবহিতৈষী কাজের সঙ্গে জড়িত হয়েছি। এর উত্তরে আমি তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বলব যে 'আপনার যদি কোনো কিছুর প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকে, তবে আপনার উচিত সেটা আন্তরিকভাবে অনুসরণ করা। এই অনুসরণের পথে চলতে গিয়ে আপনি আপনার জীবনের সত্যিকার পথ আবিষ্কার করতে পারবেন।'

বক্তৃতার শেষে ইন্টারেক্টিভ প্রশ্নোত্তর সেশন ছিল, যার মাধ্যমে সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর মাসিক সিরিজের ১২তম বক্তৃতার ইতি ঘটে।

রাফসান জানি রাহাত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official